

৩১

আজকের কাগজের বই মেলার আলোচনা সভায়

‘মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পাঠ্য পুস্তকে জায়গা দিতেও অনেকে দ্বিধা করেন’

কাগজ প্রতিবেদক : অধ্যাপক জিলুর রহমান সিদ্দিকী বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এমনভাবে বিকৃত হয়েছে যে, অনেকে এ ইতিহাসকে পাঠ্যপুস্তকে জায়গা দিতেও দ্বিধা করেন। পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে আমলারা। সেখানে শিক্ষার সঙ্গে জড়িতদের কোনো ভূমিকা নেই। শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি চলছে। অশিক্ষার কবল থেকে দেশকে বের করে আনতে হবে। গতকাল আজকের কাগজ প্রাঙ্গণে পঞ্চকালব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের বইমেলা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের অন্যতম কারণ হলো রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দুর্বলতা। সংলাপে যে রাজনীতির একটি বড় দিক তাতে আমরা অভ্যস্ত নই। এজন্যে সংলাপে সমাধান না হবার কারণে এ সংসদের ইতি টানা হলে এবং নতুন

নির্বাচন হলে সে সংসদ ও এ সংসদের চেয়ে ভিন্ন কিছু হবে না। রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নতি ছাড়া ভালো কিছু আশা করা যায় না।

অধ্যাপক জিলুর রহমান সিদ্দিকী আরো বলেন, গণতন্ত্রের জন্যে নির্বাচনের সুষ্ঠুতা অপরিহার্য। এজন্যে সরকারের পাশাপাশি নির্বাচনকে থেকে টাঁকার প্রভাবমুক্ত করতে হবে। গণতন্ত্র তৎমূল থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত চর্চিত হতে হয়। আমাদের এখানের খোড়া নেই। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংসদ আছে। কিন্তু জেলা ও থানা পর্যায়ে কোনো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নেই। শহরে সিটি কর্পোরেশনের কর্মকাণ্ডে আমারও ভূমিকা থাকার কথা। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় তার সুযোগ নেই।

শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট আজফার হোসেন বলেন, মুক্তিযুদ্ধ একান্তরের অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে এবং

এখনো চলছে। স্বাধীনতার পর গত ২৩ বছরে রাজনীতিতে নতুন করে সাম্প্রদায়িকীকরণ ও সামরিকীকরণ ঘটেছে। এর সঙ্গে গণতন্ত্রের উদ্যোগের বিরোধ ঘটেছে। তাই বিজয়ের আনন্দ আজ ম্লান হয়ে গেছে।

তিনি বলেন, গণআদালত আবার গণজাগরণ সৃষ্টি করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছে। একে যৌক্তিক পরিণতিতে নিয়ে যেতে গণআন্দোলন জোরদার করতে হবে।

আজকের কাগজের মুক্তিযুদ্ধের এ বই মেলা ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকে। প্রতিদিন মেলায় মুক্তিযুদ্ধের আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন রাজনৈতিক নেতা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। মেলায় ১৬টি ষ্টল মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বিভিন্ন বই নিয়ে পণ্য সাজিয়েছে।